খালেদা জিয়ার সময় কাটছে যেভাবে

দুই বছরের বেশি সময় ধরে কারাবন্দি থাকার পর মানবিক কারণে দণ্ড স্থগিত করে শর্ত সাপেক্ষে ৬ মাসের জন্য মুক্তির তিন মাস পেরিয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার। গত ২৫ মার্চ থেকে গুলশানের বাসা ফিরোজায় আছেন তিনি।

বিএনপি চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক টিমের অন্যতম প্রফেসর ডা. জাহিদ হোসেন বলেন, ‘ওনার স্বাস্থ্যের অবস্থা স্থিতিশীল। উন্নতি হয়নি আবার অবনতিও হয়নি। পূর্ণ সুস্থতার জন্য দীর্ঘ সময় লাগবে। আধুনিক চিকিৎসারও প্রয়োজন হবে। বাসায় থেকে সেটি সম্ভব হচ্ছে না।’ ৭৫ বছর বয়সি খালেদা জিয়া রিউম্যাটয়েড আথ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, চোখ ও দাঁতের সমস্যায় ভুগছেন।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, করোনা পরিস্থিতির কারণে বিদেশে চিকিৎসার জন্য যেতে পারছেন না তিনি। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সরকারের কাছে অনুমতি চাইবেন চিকিত্সা নিতে বিদেশে যাওয়ার জন্য। লন্ডনে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

এদিকে করোনার মধ্যে আত্মীয়দের সান্নিধ্যে সময় কাটছে খালেদা জিয়ার। প্রায় প্রতিদিনই বিকেল বা সন্ধ্যায় ফিরোজায় যান বোন সেলিমা ইসলাম, ভাই শামীম এস্কান্দার ও তার স্ত্রী কানিজ ফাতেমা। মাঝেমধ্যে যান ভাতিজা শাফিন এস্কান্দার ও তার স্ত্রী অরনী এস্কান্দার, ভাতিজা অভিক এস্কান্দার ও ভাগ্নে শাহরিয়া হক। এ ছাড়া তার সময় কাটে নামাজ-এবাদত, পত্র-পত্রিকা পড়ে ও টিভি দেখে। খালেদা জিয়া নিয়মিত ফোনে লন্ডনে তার বড় ছেলে তারেক রহমানের সঙ্গে কথা বলেন। কুশল বিনিময় করেন পুত্রবধূ ডা. জোবাইদা রহমান ও নাতনি জাইমা রহমানের সঙ্গে। ছোট ছেলে মরহুম আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গেও প্রতিদিন কথা বলেন বেগম জিয়া। প্রয়োজন মতো দলের নেতাদের সঙ্গেও কথা বলছেন।

জানা গেছে, ২৫ সেপ্টেম্বর তার মুক্তির সময়সীমা ৬ মাস শেষ হওয়ার আগেই মেয়াদ বৃদ্ধি এবং দণ্ডাদেশ বাতিলের আবেদন করা হতে পারে।

সূত্র- ইত্তেফাক

[redacted]

[redacted]

নতুন এবং অতিরিক্ত মিসাইল তৈরি হলে তিন বাহিনীর শক্তি আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। পিনাকা মিসাইলের মতো অস্ত্র স্থলভাগে বেশি দূরত্বে আঘাত হানতে সক্ষম।

এক হাজার কিলোমিটার দূর থেকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত করে পিনাকা মিসাইল। এ মিসাইল নৌ ও বিমানবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করবে।

সুস্বাস্থ্যের জন্য দরকার ভেজালমুক্ত খাবার: তাজুল ইসলাম

দেশের মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য যেমন হাসপাতাল ও চিকিৎসার মান উন্নয়ন দরকার, তেমনি ভেজালমুক্ত খাবারও প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম। তিনি বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগারের উদ্বোধন শেষে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমেদ সহ স্থানীয় সরকার বিভাগ ও ডিএসসিসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

মো. তাজুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের যেমন হাসপাতাল তৈরি করতে হবে, চিকিৎসার মান উন্নয়ন করতে হবে তেমনি মানুষকে বিশুদ্ধ ও ভেজালমুক্ত খাবার দিতে হবে। কারণ মানুষের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে বিশুদ্ধ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবারের কোন বিকল্প নেই।

তিনি বলেন, মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়লে তার ইমিউনিটি সিস্টেম যে কোন ভাইরাসকে সহজেই দমন করতে পারে। আর মানুষের ইমিউনিটি নির্ভর করে ফুড সাইকেলের ওপর। খাদ্যে ভেজাল থাকলে মানুষ

সহজেই ছোট-খাটো ভাইরাসে আক্রান্ত হয়।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অধিকাংশ মানুষ প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়ায় তাদের ইমিউনিটি কমে গিয়েছিল। ফলে যুদ্ধের চাইতেও যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ছোট-খাটো ভাইরাসের আক্রমণে যুদ্ধের চেয়েও অনেক বেশি মানুষ মারা গিয়েছিল।

আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগারটিকে ইউরোপীয় দেশগুলোর মতো উন্নতমানের উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই পরীক্ষাগার নগরবাসীকে ভেজালমুক্ত খাবার সরবরাহ করতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সূত্র- ইত্তেফাক

প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দিচ্ছেন জয়

যেসব দেশ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে (আইসিটি) এগিয়ে তারা করোনাকালে বাড়তি সুফল পাচ্ছে। দ্রুত ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসারে এগিয়ে থাকা দেশের তালিকায় উঠে এসেছে বাংলাদেশের নাম। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির আওতায় গত ১১ বছরে গড়ে ওঠা তথ্য-প্রযুক্তি অবকাঠামোই এ কঠিন পরিস্থিতি সামাল দিতে কাজে লাগছে বলে মনে করছেন তথ্য-প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, জরুরি সেবাসহ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু রাখা সম্ভব হচ্ছে ডিজিটাল প্রযুক্তির কল্যাণে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী রূপকল্প বাস্তবায়নে আইসিটি উপদেষ্টা হিসেবে পাশে পেয়েছেন সুযোগ্য সন্তান সজীব ওয়াজেদ জয়কে। প্রযুক্তিতে বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের কাতারে নিয়ে যেতে ফাইভজি চালুর প্রস্তুতিসহ ডিজিটাল অবকাঠামো ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সিএসই বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ড. এম কায়কোবাদ

উপদেষ্টা মহোদয়ের যোগ্য নির্দেশনায় আমরা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষপণ করেছি, দ্বিতীয় স্যাটেলাইটের প্রস্তুতি নিচ্ছি। আগামী বছর ফাইভজি চালুর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

সফটওয়্যার রপ্তানিকারকদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসের (বেসিস) সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবীর জানান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ব্লকচেইন, রোবটিকসের মতো প্রযুক্তিগুলো নিয়ে কাজ করতে হলে আমাদের দক্ষ জনবলের বিকল্প নেই।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

আওয়ামী লীগ নেতার জীবন নিয়ে খেললো পার্কভিউ হাসপাতাল, বিনাচিকিৎসায় মৃত্যু

সাতদিন ধরে হার্টের চিকিৎসা নিয়ে সন্ধ্যায় হাসপাতাল ছেড়েছেন রোগী। রাতে শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে সকালে আবার নিয়ে আসা হয় একই হাসপাতালে। কিন্তু দুই ঘণ্টা যাবৎ তারা রোগীকে ভর্তি নেয়নি। এক পর্যায়ে হাসপাতালের জরুরি বিভাগেই তার মৃত্যু হয়। তিনি হার্টের রোগী ছিলেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে নগরীর পার্ক ভিউ হাসপাতালে এমন ঘটনা ঘটেছে। এর আগেও তারা এই রোগীকে ভর্তি নেয়নি প্রথমে। পরবর্তীতে এক সাবেক ছাত্রনেতার হস্তক্ষেপে রোগী ভর্তি নেয় কর্তৃপক্ষ।

বিনা চিকিৎসায় মারা যাওয়া ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ হোসেন। তিনি চট্টগ্রামের কর্ণফুলী থানার শিকলবাহা ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি।
মোহাম্মদ হোসেনের ভাতিজা ইসহাক ইমন বলেন, ‘বুধবার সন্ধ্যায় আমার চাচাকে পার্কভিউ হাসপাতাল থেকে বাসায় নিয়ে যাই। রাতে ওনার শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে আজ সকাল ৭ টার দিকে আবার পার্কভিউ হাসপাতালে

নিয়ে আসি। কিন্তু এবার তারা রোগী ভর্তি নেয়নি। দুই ঘণ্টা ধরে তারা রোগীকে দেখতেও আসেনি। এক পর্যায়ে ডাক্তার আশরাফ এসে বলে উনি করোনা সাসপেক্টেড। আইসিইউ লাগবে। এরপর বলে একবার ৪ তলায় যান, আবার বলে ৮ তলায় যান। এভাবে করতে করতে রোগী মারাই গেল।’

তিনি আরও বলেন, ‘এক সপ্তাহ আগেও তারা আমার চাচাকে ভর্তি নেয়নি। পরে নুরুল আজিম রনি ভাইয়ের হস্তক্ষেপে তারা ভর্তি নেয়।’

এ বিষয়ে মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নুরুল আজিম রনি বলেন, ‘১৫ জুন বুকের ব্যথা নিয়ে এই রোগী উক্ত হাসপাতালে আসলে সিট না দেওয়ার অভিযোগ এনে রোগীর স্বজন আমাকে ফোন করেছিল। সেদিন আমি হাসপাতালের দায়িত্বরতদের সাথে ফোনে কথা বলে একপ্রকার জোর করে রোগীর সিট ম্যানেজ করে দিয়েছিলাম। এরপর এই রোগী সুস্থ হলে ২০ জুন বাড়ি চলে যায়। পরবর্তীতে ২৬ জুন পুনরায় অসুস্থ হলে এই রোগীকে আবারো পার্ক ভিউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুধবার সন্ধ্যায় রোগীকে রিলিজ করলে আত্মীয়রা বাড়ি নিয়ে যায়। কিন্তু বৃহস্পতিবার ভোরে পুনরায় এই রোগী বুকের ব্যথা অনুভব করলে পার্কভিউ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সকাল ৭টা থেকে দুই ঘণ্টা উক্ত রোগীকে ইমার্জেন্সিতে রাখলেও হার্টের কোনো চিকিৎসা দেওয়া হয়নি। উল্টো বুধবার সন্ধ্যায় রিলিজ হওয়া এই হার্টের রোগীকে করোনা উপসর্গের রোগী বলে হাসপাতালের দায়িত্বরতরা চিকিৎসাদানে বিরত থাকেন। পরবর্তীতে বুকের ব্যথায় কাতর এই রোগী বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করেন।’

এ বিষয়ে জানতে সিএমপির উপ কমিশনার (উত্তর) বিজয় বসাক বলেন, ‘আমরা এ ধরনের কোনো অভিযোগ পাইনি। স্বজনরা অভিযোগ করলে আমরা ব্যবস্থা নিব।’

পার্কভিউ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. রেজাউল করিমকে মুঠোফোনে কল দিয়েও পাওয়া যায়নি।

সূত্র: বিডি-প্রতিদিন

ট্রান্সকম গ্রুপের চেয়ারম্যান লতিফুর রহমান আর নেই

ট্রান্সকম গ্রুপের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিল্পপতি লতিফুর রহমান আর নেই। বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টায় কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন তিনি (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। লতিফুর রহমান প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা।

এছাড়া, আন্তর্জাতিক ফুড চেইন পিৎজা হাট ও কেএফসি, পেপসি এবং ফিলিপসের বাংলাদেশে ফ্রাঞ্চাইজির মালিক ছিলেন তিনি। তিনি ২০১২ সালে মর্যদাপূর্ণ বিজনেস ফর পিস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন।

পারিবারিক সূত্র জানিয়েছে, লতিফুর রহমানের মরদেহ আজ ঢাকায় আনা হবে। গুলশানের আজাদ মসজিদে বাদ এশা তার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর রাতেই বনানী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।

লতিফুর রহমানের জন্ম ১৯৪৫ সালের ২৮ আগস্ট। তিনি ঢাকায় থাকতেন গেন্ডারিয়ায়। মৃত্যুর সময়ে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও দুই মেয়েসহ আত্মীয়স্বজন, গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

চালের মূল্যবৃদ্ধির চেষ্টা করলে কঠোর অবস্থানে যাবে সরকার

এবার বোরো মৌসুমে ধানের বাম্পার ফলন হওয়ার পরও কেউ যদি চালের মূল্যবৃদ্ধির চেষ্টা করেন তাহলে সরকার কঠোর অবস্থানে যাবে। প্রয়োজনে সরকারিভাবে চাল আমদানি করা হবে বলেও জানান খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

বুধবার (১ জুলাই) মন্ত্রীর মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে এক সেমিনারে একথা বলেন তিনি। সভার সমন্বয় ও সঞ্চালনা করেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোসাম্মৎ নাজমানারা খানুম।

সভায় উপস্থিত ছিলেন দেশের আট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, বিভাগীয় চালকল মালিক সমিতির দুজন করে প্রতিনিধি, খাদ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খাদ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

চালকল মালিকদের উদ্দেশ্যে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, চালের বাজার স্থিতিশীল রাখেন, সরকারের সঙ্গে করা চুক্তি অনুযায়ী গুদামে চাল সরবরাহ করেন, যদি তা না করেন তবে সরকার চাল আমদানিতে যেতে বাধ্য হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, করোনাকালীন সবাই বিপদগ্রস্ত। এবার না হয় লাভ একটু কম করলেন। প্রত্যেক বার লাভ সমান হয় না। এবার মানুষকে সেবা করার সুযোগ রয়েছে। সেবার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসুন। ২০১৭ সালের কথা স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে মিল মালিকদের একটা আত্মার সম্পর্ক রয়েছে।

২০১৭ সালে হাওড়ে বন্যার সময় সরকারিভাবে চাল সংগ্রহ বাধাগ্রস্ত হলে সরকার চাল আমদানির ওপর ট্যাক্স ফ্রি করে দিয়েছিল ফলে ৪০ লাখ মেট্রিক টন চাল বিভিন্নভাবে আমদানি করা হয়। সে কারণে সেই বছর মিল মালিক এবং কৃষক উভয় চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

তিনি বলেন, কৃষক বাঁচলে ধান উৎপাদন হবে এবং আপনারা চালকল মালিকরা বেঁচে থাকবেন। কৃষক যাতে বিপাকে না পড়ে, বিশেষ করে প্রান্তিক কৃষক যেন ধানের ন্যায্যমূল্য পায় সেজন্য এবার আট লাখ মেট্রিক টন ধান কেনার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, যেহেতু খাদ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের সঙ্গে আপনাদের ব্যবসা সবসময় করতে হবে, লাভ বেশি হলে চাল সরবরাহ করবেন, লাভ কম হলে চাল সরবরাহ করবেন না- এটা হতে পারে না।

সূত্র- ইত্তেফাক

নভেম্বরেই দৃশ্যমান হবে স্বপ্নের পদ্মা সেতু

আগামী নভেম্বরের মধ্যেই দৃশ্যমান হচ্ছে স্বপ্নের পদ্মা সেতু। সেতুর সার্বিক উন্নয়ন কাজ জুন মাস পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে ৮০ দশমিক ৫০ শতাংশ। আর নদী শাসনের কাজ শেষ হয়েছে ৭৩ শতাংশ। একই সঙ্গে মূল সেতুর উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে ৮৯ শতাংশ। পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো. শফিকুল ইসলাম ইত্তেফাককে এ তথ্য জানান।

গত ১০ জুন ৩১তম স্প্যান স্থাপনের ২০ দিন পর গত মঙ্গলবার বসানোর কথা ছিল পদ্মা সেতুর ৩২তম স্প্যানটি। মাওয়া প্রান্তে ৪ ও ৫ নম্বর পিলারের ওপর এটি বসানোর সব প্রস্তুতিও ছিল। তবে নদীর তীব্র স্রোতের কারণে এটি নির্ধারিত সময়ে বসানো সম্ভব হয়নি। তবে স্প্যান না বসানো হলেও সেতুর মূল উন্নয়নে এটি কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

পদ্মা সেতুর নির্বাহী প্রকৌশলী দেওয়ান আব্দুল কাদের ইত্তেফাককে জানান, ‘জুলাই ও আগস্টে নদীর স্রোত আরো বাড়তে পারে। আর না বাড়লেও যে স্রোত রয়েছে এমনটি থাকলেও স্প্যান বসানো সম্ভব হবে না। তবে স্প্যান বসানো না গেলেও পদ্মা সেতুর উন্নয়ন কাজ বাধাগ্রস্ত হবে না। অন্যান্য কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। স্রোত হ্রাস পেলে একই সঙ্গে একাধিক স্প্যান বসানো হবে।’

গত ১০ জুন জাজিরা প্রান্তে ২৫ ও ২৬ নম্বর পিলারের ওপর বসানো হয় ৩১তম স্প্যান। জাজিরা প্রান্তের ২০টির মধ্যে ওই স্প্যানটি ছিল শেষতম স্প্যান। এতে বসে যাওয়া ৩১তম স্প্যানের মধ্যে ২৯টি স্প্যান একসঙ্গে যুক্ত হয়।

নির্বাহী প্রকৌশলী দেওয়ান আব্দুল কাদের ইত্তেফাককে আরো বলেন, ‘নদীর স্রোত অব্যাহত থাকলে আগামী সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি প্রায় আড়াই মাসে কোনো স্প্যান বসানো সম্ভব হবে না। সাধারণত এই দুই বা আড়াই মাস স্প্যান বসানো যায় না। এটা আমাদের আগে থেকেই কর্ম পরিকল্পনায় ছিল। তবে আগামী নভেম্বরের মধ্যে সবগুলো স্প্যান

বসানোর কাজ শেষ হবে।’

পদ্মা সেতুর প্রকল্প পরিচালক মো. শফিকুল ইসলাম ইত্তেফাককে জানান, ‘চলতি বছর এই সেতুর ১১টি স্প্যান বসানো হয়েছে। এর মধ্যে সারা দেশে সাধারণ ছুটির মধ্যে ২৭ মার্চ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত ৪টি স্প্যান বসানো হয়েছে। আর লকডাউন উঠে যাওয়ার পর ১০ জুনের স্প্যানটিসহ করোনা দুর্যোগের মধ্যেও সেতুর মোট ৫টি স্প্যান বসানো হয়েছে। আমরা আশা করছি যেভাবে উন্নয়ন কাজ এগিয়ে যাচ্ছে তাতে আগামী নভেম্বরের মধ্যেই মূল পদ্মা সেতু দৃশ্যমান হবে।’

এদিকে, মাওয়া ওয়ার্কশপে আরো চারটি স্প্যানের প্রস্তুতিও চলছে দ্রুত গতিতে। তবে বর্ষায় আবহাওয়া শুষ্ক না থাকার কারণে স্প্যানগুলোর রং শুকাতে সময় বেশি লাগছে। এদিকে পদ্মা সেতুর ৪১টি স্প্যানের মধ্যে ৩৯টির মালামাল করোনা মহামারির আগেই এসেছে। বাকি দুটি স্প্যানের অধিকাংশ মালামালও মাওয়ার কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডে পৌঁছেছে।

মাওয়া প্রান্তে ৫, ৬ ও ৭ নম্বর পিলারের ওপর স্প্যান বসেছে আগেই। এই দুই স্প্যানের দু’পাশে বাকি স্প্যানগুলো বসে গেলেই নভেম্বরের মধ্যেই স্বপ্নের পদ্মা সেতুর ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দৃশ্যমান হবে। চলতি অর্থ বছরে বড় প্রকল্পের মধ্যে সরকারের চতুর্থ সর্বোচ্চ বরাদ্দ পদ্মা সেতুতে। আগামী বছর জুন মাসে প্রকল্পটি শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

তবে সূত্র জানায়, আগামী জুনের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করার লক্ষ্য থাকলেও মহামারি করোনার কারণে তা কিছুটা পিছিয়ে যেতে পারে। তবে সেতুর অন্যান্য উন্নয়ন কাজের সঙ্গে দ্রুত গতিতে রেলওয়ের স্লাব বসানোর কাজও এগিয়ে চলছে। ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যরে দ্বিতল সেতুর ওপর দিয়ে সড়কপথ ও নিচের অংশে থাকবে রেলপথ। মূল সেতু নির্মাণের জন্য কাজ করছে চীনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি (এমবিইসি) ও নদীশাসনের কাজ করছে চীনের ‘সিনো হাইড্রো করপোরেশন’।

সুত্র- ইত্তেফাক

বুড়িগঙ্গায় লঞ্চডুবিতে মৃত মুসলমানরা শাহাদাতের মর্যাদা পাবেন: বাবুনগরী

ছোট লঞ্চ মর্নিং বার্ড। অর্ধশতাধিক যাত্রী নিয়ে মুন্সীগঞ্জ থেকে নিরাপদেই ঢাকার সদরঘাটে এসে পৌঁছে। গন্তব্যস্থল শ্যামবাজার কাঠপট্টি ঘাট থেকে লঞ্চটির দূরত্ব আর মাত্র ২০০ হাত। লঞ্চের যাত্রীরা নামার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু তীরে ভেড়া হলো না। পেছনের দিকে আসতে থাকা দৈত্যাকার ময়ূর-২ লঞ্চ ছোট মর্নিং বার্ডকে সজোরে ধাক্কা দেয়। তাতেই কাত হয়ে ডুবতে থাকে লঞ্চটি। মহাবিপদের আঁচ করতে পারা যাত্রীদের তখন গগনবিদারী আর্তনাদ। ‘বাঁচাও বাঁচাও’ চিৎকারে প্রকম্পিত হয় বুড়িগঙ্গার দুই তীর। সে চিৎকার বেশিক্ষণের নয়। মুহূর্তে ডুবন্ত ছোট লঞ্চটির ওপর পুরো দেহ উঠিয়ে দেয় ময়ূর। তলিয়ে যায় যাত্রীভর্তি আস্ত লঞ্চটি।

রাজধানীর বুড়িগঙ্গা নদীতে এই লঞ্চডুবির ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী।

তিনি বলেছেন, শরীয়তের পরিভাষায় এ দুর্ঘটনায় নিহত মুসলমানরা শাহাদাতের মর্যাদা পাবেন। স্থানীয় জেলা প্রশাসনও জনপ্রতিনিধিদের দুর্ঘটনায় শিকার ব্যক্তিদের সহায়তায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। বুধবার সংবাদমাধ্যমে প্রেরিত এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেন জুনায়েদ বাবুনগরী।
নিহতদের পরিবারের খোঁজ-খবর নেয়াসহ সাধ্যমতো ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে এগিয়ে আসতে হেফাজত নেতাকর্মীদের প্রতিও বিশেষ আহ্বান জানান তিনি।

বিবৃতিতে আল্লামা বাবুনগরী বলেন, বুড়িগঙ্গা নদীতে লঞ্চডুবির মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ৩৩ জনের মৃত্যুর হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। শরীয়তের পরিভাষায় নিহত মুসলমানরা শাহাদাতের মর্যাদা পাবে। আমি নিহতদের মাগফিরাত কামনা করছি ও তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।

হেফাজত মহাসচিব আরও বলেন, নৌ পরিবহনের চালক ও দায়িত্বশীলদের অবহেলায় কিছুদিন পর পর লঞ্চডুবি ও নৌকাডুবির দুর্ঘটনা ঘটে। এর ফলে দেশের নৌপথ যাতায়াত ব্যবস্থা জনগণের আস্থা হারাচ্ছে।

সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে লঞ্চডুবির ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে নৌ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবী জানান হেফাজত মহাসচিব ।

সরকারের পক্ষ থেকে নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ এবং আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার দাবী জানান হেফাজত মহাসচিব।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ‘নিপীড়নমূলক’ : এইচআরডব্লিউ

বাংলাদেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে ‘নিপীড়নমূলক’ আখ্যা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)। একইসঙ্গে কভিড-১৯ মহামারী মোকাবিলায় সরকারের যখন বন্দীর সংখ্যা কামিয়ে আনা উচিত, তখন তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মানুষের মন্তব্যের দিকে নজর রাখছে বলে এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে।

বুধবার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮টার দিকে এইচআরডব্লিউ’র নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিবৃতিতে এশিয়ান অঞ্চলের ডিরেক্টর ব্র্যাড অ্যাডামস এসব মন্তব্য করেন।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সম্পর্কে এইচআরডব্লিউ বিবৃতিতে বলেছে, বিভিন্ন ধরনের কর্মী, সাংবাদিক এবং সরকারের অন্য সমালোচকদের হয়রানির পাশাপাশি দীর্ঘদিন আটকে রাখতে আইনটি ব্যবহার করছেন বাংলাদেশের কর্মকর্তারা।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘কোনো ব্যক্তিকে নিজেদের সমালোচনাকারী মনে হলেই বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষ নির্বিচারে গ্রেফতার করছে। কভিড-১৯ মহামারী মোকাবিলায় সরকারের যখন বন্দীর সংখ্যা কামিয়ে আনা উচিত, তখন তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মানুষের মন্তব্যের দিকে নজর রাখছেন।’

সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজলের কথা উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, ‘গত ২৮ জুন কাজলকে আবার জামিন দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়। পরে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের আওতায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঠানো হয় দুদিনের রিমান্ডে।’

বাংলাদেশের রিমান্ডের ধরন নিয়ে প্রশ্ন তুলে সংস্থাটি বলছে, ‘রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বাংলাদেশর হাইকোর্ট থেকে জারি করা নির্দেশনায় বলা আছে এমন একটি কক্ষে করতে হবে, যেটি কাঁচে ঘেরা। এ সময় অভিযুক্তের আইনজীবী এবং স্বজনদের পর্যবেক্ষণের অনুমতি দেয়ার কথাও বলা আছে। কিন্তু এই নির্দেশনা অনুসরণ করার ঘটনা বিরল। কখনো হয়তো হয়নি।’

কার্টুনিস্ট আহমেদ কবির শিশির, মানবাধিকার কর্মী মুশতাক আহমেদ ও দিদারুল ভুঁইয়া এবং ব্যবসায়ী মিনহাজ মান্নান ইমনের গ্রেফতারের ঘটনা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ‘‘সম্প্রতি ভার্চুয়াল আদালত তাদের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে। তারা সবাই করোনা নিয়ে ‘ফেসবুকে গুজব ছড়ানোর’ অভিযোগে এক মাসের বেশি সময় আগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হন।’’

এইচআরডব্লিউ’র দাবি, ‘বাংলাদেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রযুক্তি মাধ্যমের জন্য করা হলেও এর মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ বক্তব্যকেও এখন অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।’

এই মহামারীর সময়ে ‘মারাত্মক অপরাধ’ না করা ব্যক্তিদের জেল থেকে মুক্তি দেয়ারও আহ্বান জানানো হয়েছে বিবৃতিতে। বলা হয়, ‘কভিড-১৯ নিয়ে সমালোচনা করা ব্যক্তিদের না খুঁজে কাজলের মতো যেসব ব্যক্তি অন্যের বিপদের কারণ হননি, তাদের বাংলাদেশ সরকারের মুক্তি দেয়া উচিত।’

সূত্র- বিডি প্রতিদিন